যুগান্তর

তারিখ 10 FEB 2015
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৭

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল

আরও ১৯৫ শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ কেন নয় : হাইকোর্ট

যুগান্তর রিপোর্ট

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্যানেলের আরও ১৯৫ জনকে নিয়োগের নির্দেশ কেন দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। সোমবার পৃথক দুইটি রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি কাজী মো. ইজারুল হক আকন্দের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। সরকারের সংশ্লিষ্টদের চার সপ্তাহের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। রিটের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ ছিদ্দিক উল্যাহ মিয়া এবং রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আমাতুল করিম। জানা যায়, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২০০৯ সালে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। এরপর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শেষে নিয়োগের জন্য ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়। নিয়োগের জন্য মোট উত্তীর্ণ হন ৪২ হাজার ৬১১ জন। নিয়োগ প্যানেল থেকে প্রথম দফায় প্রায় ৮ হাজার শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়। এ তালিকায় উত্তীর্ণদের পাঁচ বছরের মধ্যে নিয়োগ দেয়ার কথা। এরপর সরকার সব রেজিস্টার্ড স্কুলকে সরকারিকরণের ঘোষণা দেয়। ফলে নিয়োগ দেয়া বন্ধ হয়ে যায়। এ নিয়োগের জন্য নির্দেশনা চেয়ে প্যানেলভুক্ত নেত্রকোনা সদর উপজেলার মাকসুদা আক্তার লিপি, সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার তাসনুর বেগম, গোপালগঞ্জের নাইমা সিদ্দিকা, পটুয়াখালী সদর উপজেলার পলি আকতারসহ বিভিন্ন জেলার ১৯৫ শিক্ষক হাইকোর্টে পৃথক দুইটি রিট করেন। এসব রিটের শুনানি শেষে সোমবার হাইকোর্ট এ রুল জারি করেন। এর আগে ১৫ ডিসেম্বর হাইকোর্টের একই বেঞ্চ পৃথক তিনটি রিটের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে ২৬৮ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেন। এরপর বেশ কয়েকশ' প্যানেলভুক্ত শিক্ষককে নিয়োগপ্রশ্নে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।